দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 NOV 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

৪২৫টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের অবস্থা খারাপ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের ৪২৫টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। উপযুক্ত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনগুলির অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এই পর্যবেক্ষণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের।

এই ৪২৫টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: ১৭৬টি মাধ্যমিক স্কুল, ১০৪টি কলেজ, ৫১টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ৫০টি প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চারটি মাদ্রাসা, চারটি মনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চারটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং একটি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়মিত বার্ষিক মঞ্জুরী চেয়ে প্রস্তাব পেশ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

অবস্থা খারাপ

(১ম পৃঃ পর)

করেছে। প্রস্তাবটি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে বলে একটি সূত্র জানান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বার্ষিক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মোট চার কোটি ৯৮ লাখ ৯০ হাজার টাকার দরকার হবে।

সূত্রটি জানান: বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যেগুলো পরে সরকারীকরণ করা হয়েছে সেগুলোর অবস্থা তুলনামূলকভাবে করুণ। এই দুর্দশার প্রধান কারণ হচ্ছে ভবন নির্মাণের ত্রুটি।

ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের প্রস্তাবে বলা হয়: সংস্কারের জন্যে প্রাপ্ত টাকা থেকে প্রত্যেক কলেজ, পলিটেকনিকের প্রিন্সিপালকে বছরে ২৫ হাজার টাকা এবং স্কুল, মাদ্রাসা, পিটিআই, ভিটিআই-এর হেড মাস্টার, সুপারিনটেনডেন্টকে ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে। এই টাকায় তারা দৈনন্দিন ছোটখাট মেরামত, সংস্কার বা কোন জিনিস বদলানোর (যেমন বাল্ব বা জানালার কাচ) কাজ চালাবেন। বড় ধরনের সংস্কার কাজ ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যেক বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এক পঞ্চমাংশ বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এতে চার থেকে পাঁচ বছরে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় ধরনের সংস্কার সম্পন্ন হবে। একই নিয়মে এই সংস্কার কাজ চলতে থাকবে।